স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

স্বল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্তর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ১লা মাঘ বুধবার ১৩৭০ ইংরাজী 15th Jan. 1964 { ৩২শ সংখ্যা

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির আবিষ্কার রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুল ও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা- ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, অগ্রিম দেয় নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে

জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান **ষ্টুডেন্টস্-ফেভারিট**-এ আসুন।

আমাদের বিশেষত্ব :— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করা
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা মাঘ বুধবার সন ১৩৭০ সাল।

"বাৎসে খুসী কিয়া"

—•—

ইংরেজ-শাসিত ভারতের মত বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতেও আমাদের এই "বাৎসে খুসী" করা এবং "বাৎসে খুসী" হওয়া প্রথা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সরকার যাঁহাদের হাতে দেশের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থার ভার দিয়াছেন, তাঁহাদের বড় কর্ত্তা, মেজো কর্ত্তা, সেজো কর্ত্তা, এমন কি কর্ত্তারা যাঁহার সুপারিশ শুনিতে পারেন, এমন খুদে কর্ত্তাও যদি আমাদের অঞ্চলে পায়ের ধুলো দিয়ে ধন্য করেন, তখন আমাদের স্থানীয় ফ্যান-চাটার দল লেগে যায়—সেই অভ্যাগত অতিথির অভ্যর্থনায় রাজসূয় আয়োজন করতে। রঙ্‌ বেরঙের কাগজে ছাপা হয় মানপত্র। এক এক প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা সেই মানপত্র কি সুরে কি তালে পাঠ করিয়া বাহবা নিবেন, তার জন্য লেগে যায় মক্‌শ করতে। মানপত্র পাঠ করার সময় কোনও রূপে হাত কাঁপিয়ে, পা কাঁপিয়ে কায়ক্লেশে "তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর! অন্ন দাও বস্ত্র দাও হইয়া তৎপর।" এই প্রকার খোসামোদ পূর্ণ ভাষায় তাঁহার শ্রুতি বিনোদন করিয়া—পাওয়া যায় প্রতিশ্রুতি; যে প্রতিশ্রুতি কোন কালেই কার্য্যে পরিণত হইল না।

এই ব্যাপারে আমাদের নবাব আমলের একটা গল্প মনে পড়িল—নবাব বাহাদুরের প্রমোদ ভবনে বাইজীর নাচ আরম্ভ হইয়াছে। বাইজী এক একখানি গান গায়, আর নবাব বাহাদুর মজগুল হ'য়ে বলে' চলেন—বাঃ বাঃ বহুৎ আচ্ছা! এ গাওনা কা ওয়াস্তে হাজার রুপেয়া বক্‌শিশ্‌। বাইজী ১৪ খানি গান গেয়েছে। প্রত্যেক বারই হুজুর বাহাদুর—এক এক-হাজার বক্‌শিশ্‌ হুকুম করেছেন। প্রাতঃকালে নবাব বাহাদুরের দরবারে বাইজী গত রাতের হুকুম মত ১৪০০০৲ টাকা বক্‌শিশ্‌ দাবি করিয়া প্রার্থনা জানাইল। নবাব বাহাদুর চৌদ্দ হাজার টাকা দিতে হইবে শুনিয়া বাইজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

বাইজী! গাওনা কৌন্‌ চীজ হায়?

বাইজী—মুকা বাৎ তালসে, সুরসে, বোলনেসে গাওনা হোতা হায়।

নবাব—তোম্‌ যব্‌ তালসে সুরসে বাৎ শুনায়া তব মেরা দিল খোশ হো গিয়া। হাম যব এক এক গাওনাকা ওয়াস্তে হাজার রুপেয়া বখ্‌শিশ্‌ শুনায়া তব তুম্‌হারী দিল খোশ নেহি হুয়া?

বাইজী—বেশক্‌—জনাব

নবাব—তোম্‌ হাম্‌কো বাৎসে খুসী কিয়া হাম্‌ তোম্‌কো বাৎসে খুসী কিয়া। লেনা দেনা ক্যা হায়?

বাইজীর—চৌদ্দ হাজার টাকার "আশাতরু মুকুল না হ'তে অঙ্কুরেই শুকালো।"

আমাদের প্রদত্ত মানপত্র-স্তুতির পরিবর্ত্তে যে সব প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় সে সব "বাৎসে খুসী ছাড়া আর কিছুই নয়।"

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক

১,৩৫০ টাকা ১০ নয়া পয়সা সংগৃহীত

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ১৯৬৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য ১,৩৫০ টাকা ১০ নঃ পঃ সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ টাকা দান করিয়াছেন ভারতীয় খনি সংঘের সদস্য উখরা মিনারালস্‌ (প্রাইভেট) লিমিটেড, বর্ধমান।

কালিম্‌পং বক্ষ চিকিৎসালয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কালিম্পং বক্ষ চিকিৎসালয় গৃহে যাইয়া চিকিৎসার একটি ইউনিট স্থাপন মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে যাহাতে যক্ষ্মারোগী-দের গৃহে যাইয়া চিকিৎসা করা যায় সেজন্যই এই ইউনিট স্থাপন মঞ্জুর করা হইয়াছে। —প্রেসনোট

নাগপুরে অখিল ভারত গবাদি পশু ও হাঁসমুরগি প্রদর্শনী

নগদ ২৫,০০০ টাকার পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে

এই বৎসর নাগপুরে ১লা মার্চ্চ হইতে ৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত অখিল ভারত গবাদি পশু ও হাঁসমুরগি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। রাজ্য সরকার প্রাপ্ত তথ্যে জানা গিয়াছে যে, উক্ত প্রদর্শনীর বিজয়ীদের বহুসংখ্যক চ্যালেঞ্জ ট্রফি ব্যতীত কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রকের জাতীয় গবাদি পশু কমিটি কর্ত্তৃক নগদ ২৫,০০০ টাকার পারিতোষিকও প্রদত্ত হইবে। উল্লেখযোগ্য এবং স্বীকৃত সকল প্রকার গবাদি পশু, মহিষ, মেষ, ছাগ, হাঁস, মুরগি, শূকর প্রভৃতি এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেশের উন্নত ধরণের গবাদিপশুর এক সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশিত হইবে। উক্ত প্রদর্শনীর সময় যে অখিল ভারত গবাদি পশু ও হাঁসমুরগি লালনপালনকারীদের সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছে সেখানে সারা দেশের গরু, মহিষ, হাঁস, মুরগি প্রভৃতির পালকগণ সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা করিবেন। এতদ্ব্যতীত এই উপলক্ষে কৃষি ও পশুপালন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করা হইবে। —প্রেসনোট

সিমেণ্ট নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সিমেণ্ট লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ

৩১শে মার্চ্চের মধ্যে দরখাস্ত জমা দিতে হইবে

১৯৪৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ সিমেণ্ট নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে প্রদত্ত সিমেণ্ট ব্যবসায়ের বর্ত্তমান লাইসেন্সের মেয়াদ ১৯৬৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ শেষ হইবে। ১৯৬৪-৬৫ সালের জন্য উক্ত লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের উদ্দেশ্যে দরখাস্ত সমূহ ১৯৬৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ অথবা তাহার পূর্ব্বে জমা দিতে হইবে। কলিকাতা এবং জেলাগুলির লাইসেন্সধারী ব্যক্তি-গণকে পুরাতন লাইসেন্স (অথবা লাইসেন্সের পরিবর্ত্তে উহার প্রতীক) এবং ননজুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে ৫০ টাকা পুনর্নবীকরণ ফী সহ নির্ধারিত ফরমে পুনর্নবীকরণের দরখাস্ত যথাক্রমে ভোগ্যপণ্য

অধিকর্তা, ১১-এ ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় এবং স্থানীয় মহকুমা নিয়ামক (খাদ্য ও সরবরাহ)—এর নিকট দাখিল করিবার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। উপরোক্ত অফিস সমূহ হইতে নির্ধারিত ফরম পাওয়া যাইবে। —প্রেসনোট

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে পরবর্ণিত সদস্যগণকে লইয়া পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ গঠন করা হইয়াছে :—ডঃ জে, সি, সেনগুপ্ত, এম-এস-সি ডি-ফিল-সভাপতি, শিক্ষা অধিকর্তা, কৃষি অধিকর্তা, শিল্প অধিকর্তা, স্বাস্থ্যকৃত্যসমূহের অধিকর্তা, শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ, কারিগরি শিক্ষার মুখ্য পরিদর্শক এবং কারিগর শিক্ষণ অধিকর্তা, নারী শিক্ষার মুখ্য পরিদর্শক, মাধ্যমিক শিক্ষার মুখ্য পরিদর্শক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ফ্যাকাল্টির ডিন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির ডিন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিবিদ্যা কলেজের অধ্যক্ষ, শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যক্ষ (পদাধিকারবলে) এবং শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এসোসিয়েট অধ্যাপক শ্রীভূপালকৃষ্ণ দত্ত, বি, ই, এম-এস-সি এ, এম, আই. ই; যাদবপুর পলিটেকনিক-এর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান শ্রীসিদ্ধেশ্বর গুপ্ত, বি-এস-সি (ইঞ্জিনিয়ারিং) (পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ আইনের ৪নং ধারার (১০) উপধারা অনুযায়ী মনোনীত সদস্য) এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজী অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর ওমেন-এর অধ্যক্ষা শ্রীমতী মীরা দত্তগুপ্তা, কার্সিয়াং পৌর সংঘের সভাপতি শ্রী পি, টি, লামা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরস্থ জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সংসদের সদস্য শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, এম-এল-এ (উক্ত আইনের ৪নং ধারার (১৮) উপধারা অনুযায়ী মনোনীত সদস্য)। —প্রেসনোট

ভারতকুমার

দেহশ্রী প্রতিযোগিতায় মুর্শিদাবাদ জেলা আর একটি গৌরব অর্জন করিয়াছে। শ্রীমান্ মদন ঘোষ মাত্র বিশ বছর বয়সে কলিকাতায় প্রতিযোগিতায় 'বঙ্গকুমার' এবং বোম্বাইয়ে 'খ' বিভাগে 'ভারতকুমার' নাম অর্জন করিয়াছে। শ্রীমান ঘোষ বহরমপুর বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতির সভ্য এবং বহরমপুর জে, এন, একাডেমির প্রাক্তন ছাত্র। এ জেলায় প্রথম সে এইরূপ গৌরব অর্জন করিল। 'মুর্শিদাবাদ-বার্তা'

হরিষে বিষাদ

বিগত ৫ই জানুয়ারী বহরমপুর পোষ্টাল মেসের মেম্বারগণ কান্দী কালীবাড়ীতে বনভোজন জন্য রওনা হন। এস, সি, সির একখানি মিলিটারী গাড়ীতে ইঁহারা রওনা হন। গাড়ীখানি অত্যন্ত দ্রুতবেগে চালিত হওয়ায় রণগ্রাম ব্রিজের নিকটে পথিমধ্যে একখানি গরুর গাড়ীকে বাঁচাইতে গিয়া মোটর গাড়ীর টায়ার ফাটিয়া একটি গাছে প্রবল ধাক্কা দিয়া পুনরায় প্রতিহত হইয়া প্রবলবেগে ফিরিয়া আসে। এই সময় ড্রাইভার—হাণ্ডব্রেক সাহায্যে গাড়ীর গতি আয়ত্তে আনেন। কিন্তু এস, বি, কন্ট্রোল অর্গানিজেসনের জনৈক কর্ম্মী মলয় গুপ্ত (২২) মস্তকে দারুণ আঘাত পান। তাঁহাকে ঘটনাচক্রে উপস্থিত কান্দী মহকুমা-শাসকের জিপে করিয়া কান্দী হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। প্রায় এক ঘণ্টা মধ্যেই হতভাগ্য যুবকের জীবনান্ত হয়। অন্যান্য যাত্রীরা অল্পবিস্তর আঘাতপ্রাপ্ত হন।

ভাঙ্গন নিরোধকল্পে

ভবিষ্যতে যাহাতে গঙ্গার ভাঙ্গন হইতে জিয়াগঞ্জ সহরকে রক্ষা করা যায় সেই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের সেচ বিভাগ সহরের সদরঘাট হইতে মহাজনপট্টির শেষ সীমা পর্যন্ত গঙ্গার ধারে পাথর ফেলিবার এবং প্রায় এক মাইল লম্বা পাড় বাঁধাইয়া দিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্রকাশ খুব শীঘ্রই জরীপের কাজ আরম্ভ হইবে।

অক্ষম বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ, অসহায় শিশু ও বিধবাদের কল্যাণ সাধন

কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রণালয় একটি বড় রকমের সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প ঘোষণা করিয়াছেন। এই প্রকল্প অনুসারে সারা দেশের সর্ব্বত্র সহায়হীন বিধবা, বৃদ্ধ, পঙ্গু, অথর্ব্ব এবং অনাথ শিশুদের আর্থিক সাহায্য যাহাতে দ্রুত ও ঠিক-ঠিক সময়ে পৌছায় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

স্বরাষ্ট্র ও শ্রমমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের ব্যক্তিগত আগ্রহে এই প্রকল্প রচিত হইয়াছে। রাজ্য সরকারসমূহ, পৌরসংস্থা, পঞ্চায়েত ও অন্যান্য অনুমোদিত সামাজিক উন্নয়ন সংস্থাগুলির মাধ্যমে এই প্রকল্প রূপায়িত হইবে। সাহায্যের আবেদনপত্রগুলির পরীক্ষা ও সে সম্পর্কে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপরোক্ত কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্য দেশব্যাপী একটি সামাজিক সহায়তা সংস্থা খোলা হইবে। জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, এই ধরণের প্রকল্প ভারতে এই প্রথম প্রবর্তিত হইতেছে। পরে ক্রমশঃ ইহাকে আরও জোরদার ও সম্প্রসারিত করা হইবে। আপাততঃ দুই কোটি টাকার প্রাথমিক মূলধন লইয়া একটি ত্রাণ ও সহায়তা ভাণ্ডার স্থাপন করা হইয়াছে।

অমিয় মেডিক্যাল কোম্পানী

অরঙ্গাবাদ

সুবিধা দরে ঔষধ পাইবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান

বিঃ দ্রঃ—জঙ্গিপুর মহকুমার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, এম-বি-বি-এস, ডি-টি-এম (কলিঃ), ডি-জি-ও (ডবলিন) ডি-ও (লণ্ডন) প্রত্যেক বুধবার আমাদের ফার্ম্মেসীতে আসিয়া রোগী দেখিয়া থাকেন। জিয়াগঞ্জ মহিলা হাসপাতালের যাবতীয় ঔষধ পাইবেন।

বিনীত—অমিয়কুমার দাস

পাকা বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর সহরে একটী পাকা বাড়ী বিক্রয় আছে। খতিয়ান নং ৫৫৮ দাগ নং ২৯৯৬ জমির পরিমাণ ১২ শতক। নিম্ন ঠিকানায় সন্ধান করুন।

শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সরকার, এডভোকেট

মালদহ

পিতা ৺কালীপ্রসন্ন সাহা।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি. কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি. কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

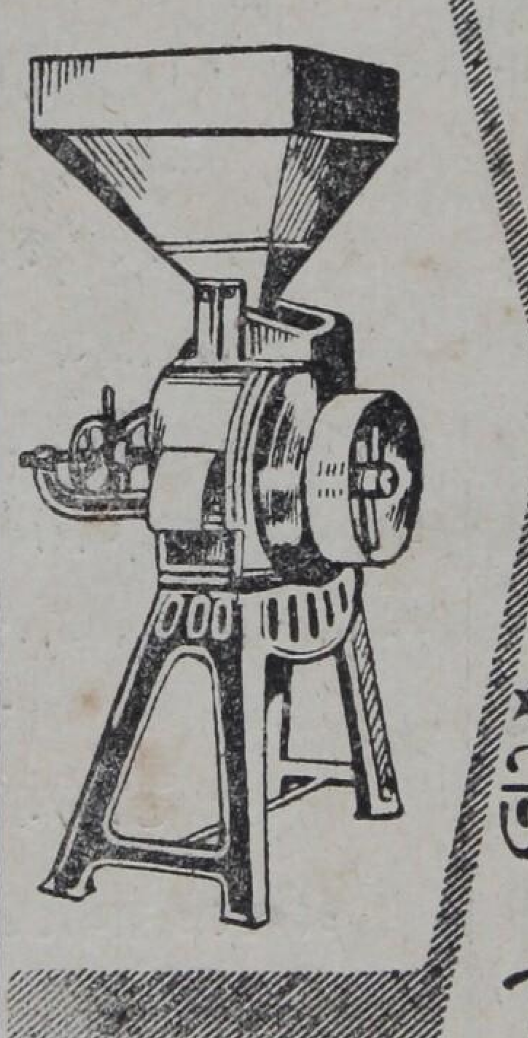

★আই, সি, আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

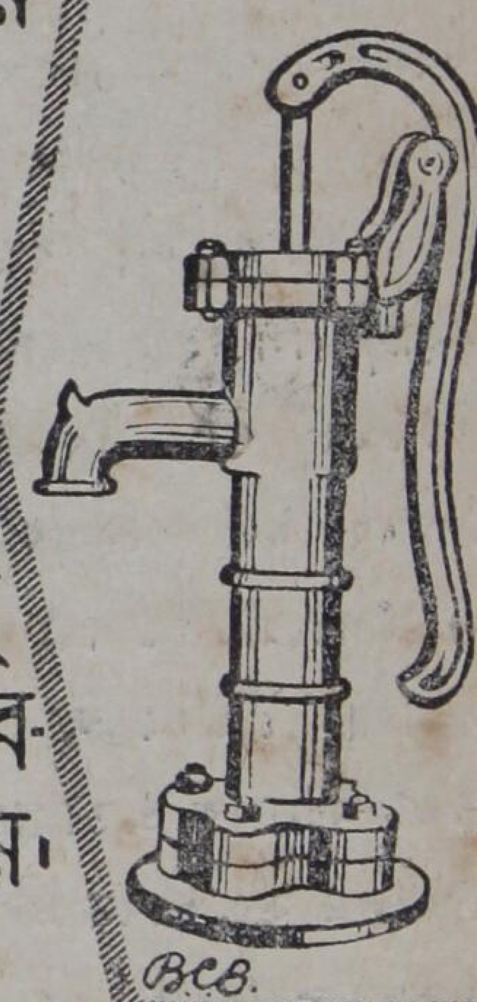

বিক্রেতা:—

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

কবিরাজ শ্রীরোহিনীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।